প্রথম আলো

তারিখ 21 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

নিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ditorial@prothom-alo.info

১০

প্রচেষ্টার ১০ বছর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশের সংকল্প হোক গণতন্ত্রের নবযাত্রা ও সুষম উন্নয়ন

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আছে শহীদ মিনার—এক উজ্জ্বল বাতিঘর, এক নির্ভুল কম্পাস, জাতিকে যা পথ দেখিয়ে আসছে আজ ৫৭টি বছর ধরে, দেখাবে অনাগত ভবিষ্যতেও। '৪৭-এর ভুল স্বাধীনতার ঘোর ভেঙে দিয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন; রফিক, শফিক, বরকত, সালাম, জব্বারের আত্মদান; আমাদের চিনিয়ে দিয়েছিল যে আমরা বাঙালি, বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা, হবে আমাদের লক্ষ্য আর গন্তব্য। সেই পথ ধরেই আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। একুশে আমাদের চিরটাকাল আলোকিত করবে অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র আর মাথা নত না করার শিক্ষায়; বাঙালিকে বলবে, 'বিশ্বমানব হবি যদি কায়মনে বাঙালি হ'।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, জাতীয় শোক ও শহীদ দিবস। আমরা আজকের দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের, ভাষাসৈনিকদের।

ভাষার অধিকার কেবল বলবার অধিকার নয়, লিখবার ও ব্যবহার করবারও অধিকার। আজও এই দেশে কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষর। আমাদের প্রিয় বর্ণমালা পৌঁছায়নি তাদের ঘরে। প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষিত, স্বাবলম্বী করাই হোক একুশের প্রধান অঙ্গীকার। সেজন্য চাই উন্নত দেশ, আলোকিত সমাজ। সেটা গড়ে তুলতে চাই সুশাসন, চাই যোগ্য নেতৃত্ব, চাই কর্মযজ্ঞে সমস্ত জাতির ঝাঁপিয়ে পড়া।

আর আমাদের যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, সেটা আজও আমরা পূরণ করতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে বাধাটা যে মনস্তাত্ত্বিক, বাস্তব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি দিকনির্দেশনার পাশাপাশি চাই প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব উদ্যোগ, চাই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তন ও প্রচলনের অবশিষ্ট কাজ আমাদের সম্পন্ন করতেই হবে।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। সারা পৃথিবীকে আমরা দিয়েছি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিবস, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রতিটি ভাষাই বিশ্বসভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির চিহ্ন ও স্বাতন্ত্র্যগুলোকে রক্ষা করতে হবে; সারাটা পৃথিবী একটাই গ্রাম বটে, কিন্তু তাতে ফুল ফুটবে শত শত, তাদের একেকটার রং আর গন্ধ হবে একেক রকম।

বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী অমূল্য সম্পদগুলোকে আমাদের রক্ষা করে যেতে হবে, লালন করে যেতে হবে, চর্চা করে যেতে হবে। তেমনিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে দেশের অন্য জনজাতির সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যকেও।

এই ব্রত থেকে যখনই আমরা একটুখানি বেপথু হতে ধরি, তখনই একুশে আমাদের ভুল ভাঙাবে, আমাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে। এবারের একুশে সে কারণেই গণতন্ত্রের নবযাত্রা, উন্নয়নের আত্মবিশ্বাস আর দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার সংকল্পকেই সামনে আনতে হবে। অনেক একুশ যেমন আমাদের আত্মপরিচয়ের অহংকার, তেমনি তা আমাদের আত্মমর্যাদারও প্রতীক।

অজস্র সমস্যার মধ্যেও বাংলাদেশ এখন পরিবর্তনের জন্য, সোনালি সুদিনের জন্য স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নকে সত্যি করতেই হবে, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একুশের শহীদেরা।